

সূরা ৫৩ : নাজম, মাকী

(আয়াত ৬২, রুকু ৩)

৫৩ - سورة النجم مَكِّيَّة

(آيَاتُهَا : ٦٢ رُكُوعَاتُهَا : ٣)

সাজদাহ করা বিষয়ে নাখিলকৃত প্রথম সূরা

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সাজদাহ বিশিষ্ট সর্বপ্রথম যে সূরাটি অবতীর্ণ হয় তা হল এই আন নাজম সূরা। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাজদাহ করেন এবং তাঁর পিছনে যত সাহাবী (রাঃ) ছিলেন সবাই সাজদাহ করেন। শুধু একটি লোক তার মুঠোর মধ্যে মাটি নিয়ে ওরই উপর সাজদাহ করে। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন : ‘পরে আমি দেখেছি যে, ঐ লোকটি কুফরীর অবস্থায়ই মারা যায়। ঐ লোকটি ছিল উমাইয়া ইব্ন খালাফ।’ (ফাতহুল বারী ৮/৪৮০) আবদুল্লাহর (রাঃ) বরাতে আবু ইসহাকের (রহঃ) মাধ্যমে ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) ভিন্ন বর্ণনা ধারায় এটি তাদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ২/৬৪১, ৬৪৩, ৭/২০২, ৩৪৮; মুসলিম ১/৪০৫, আবু দাউদ ২/১২২, নাসাঈ ২/১৬০)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। শপথ নক্ষত্রের, যখন ওটা হয় অন্তর্মিত,	١. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ
২। তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়,	٢. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ
৩। এবং সে মনগড়া কথাও বলেনা।	٣. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
৪। এটাতো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।	٤. إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

আল্লাহর বাণী এবং রাসূলের (সাঃ) সত্যায়ন

শা'বী (রহঃ) বলেন যে, সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টবস্তুর যেটার ইচ্ছা সেটারই শপথ করতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টজীব তার সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কারও শপথ করতে পারেনা। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : নক্ষত্রের অস্তমিত হওয়া দ্বারা ফাজরের সময় সারিয়া তারকার অস্তমিত হওয়া বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২২/৪৯৫) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ তারকা যা ঝরে গিয়ে শাইতানের দিকে ধাবিত হয়। এই আয়াতটি হল আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিগুলির মতই :

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْأَمْطَهُرُونَ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

আমি শপথ করছি নক্ষত্র রাজির অস্তাচলের! অবশ্যই এটা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে। নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, যারা পুতঃ পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেহ তা স্পর্শ করেনা। ইহা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ : ৭৫-৮০)

তারপর যে বিষয়ের উপর শপথ করেছেন তার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাওয়াব, সততা ও হিদায়াতের উপর রয়েছেন। তিনি সত্যের অনুসারী। তিনি অজ্ঞতা বশতঃ কোন ভুল পথে পরিচালিত নন বা জেনে শুনে কোন বক্র পথের পথিক নন। পথভ্রষ্ট খৃষ্টান এবং জেনে শুনে সত্যের বিরুদ্ধাচরণকারী ইয়াহুদী, যারা সত্য জানার পরেও তা গোপন রাখে এবং মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাদের মত চরিত্র তাঁর নয়। তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ, ইল্ম অনুযায়ী তাঁর আমল, তাঁর পথ সোজা ও সরল।

**রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) হলেন মানব জাতির জন্য রাহমাত,
তিনি তাঁর খেয়াল খুশি মত কথা বলেননি**

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ তাঁর কোন কথা ও আদেশ তাঁর প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে হয়না। বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে বিষয়ের দা'ওয়াতের হুকুম করেন তা'ই তিনি তাঁর মুখ দিয়ে বের করেন।

সেখান হতে যা কিছু বলা হয় সেটাই তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়। আল্লাহর কথা ও হুকুমের কম-বেশি করা হতে তাঁর কালাম পবিত্র।

আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : ‘নাবী নয় এ রূপ একজন লোকের শাফাআতের দ্বারা দু’টি গোত্রের মধ্যে একটি গোত্র জান্নাতে যাবে। গোত্র দু’টি হল রাবীআহ ও মুযার।’ তাঁর এ কথা শুনে একটি লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করল : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! রাবীআহ কি মুযার গোত্রের উপগোত্র নয়?’ উত্তরে তিনি বললেন : ‘আমিতো ওটাই বলছি যা আমি বলেছি।’ (আহমাদ ৫/২৫৭)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যা শুনতাম তা লিখে নিতাম। অতঃপর কুরাইশরা আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করে বলল : ‘তুমিতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যা শুনছ তার সবই লিখে নিচ্ছ, অথচ তিনিতো একজন মানুষ। তিনি কখনও কখনও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কিছু বলে ফেলেন।’ আমি তখন লিখা হতে বিরত থাকলাম এবং পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এটা উল্লেখ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আমাকে বললেন : ‘তুমি আমার কথাগুলি লিখতে থাক। আল্লাহর শপথ! আমার মুখ থেকে যা বের হয় তা সত্য।’ (আহমাদ ২/১৬২, আবু দাউদ ৪/৬০)

৫। তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী -	৫. عَالِمُهُ شَدِيدُ الْقُوَى
৬। প্রজ্ঞা সম্পন্ন; সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল,	৬. ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى
৭। তখন সে উর্ধ্ব দিগন্তে।	৭. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى
৮। অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী।	৮. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى
৯। ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল, অথবা তারও কম।	৯. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى
১০। তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা অহী করার	১০. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ۖ مَا

তা অহী করলেন।	أَوْحَىٰ
১১। যা সে দেখেছে তার অন্ত ঃ-করণ তা অস্বীকার করেনি।	۱۱. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ
১২। সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সংগে বিতর্ক করবে?	۱۲. أَفْتُمَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ
১৩। নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল।	۱۳. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ
১৪। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট,	۱۴. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ
১৫। যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান।	۱۵. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ
১৬। যখন বৃক্ষটি, যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত,	۱۶. إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ
১৭। তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি।	۱۷. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ
১৮। সেতো তার রবের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল।	۱۸. لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ

**বিশ্বাসী মালাইকা বিশ্বাসী রাসূলের (সাঃ) কাছে
অহী বহন করে নিয়ে আসতেন**

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিক্ষা দান করেন শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন (মালাক) দ্বারা। তিনি হলেন জিবরাঈল (আঃ)। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন :

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ. مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٍ

নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী। যে সামর্থ্যশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন, যাকে সেখানে মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাস ভাজন। (সূরা তাক্বীর, ৮১ : ১৯-২১) এখানেও বলা হয়েছে যে, তিনি (জিবরাঈল আঃ) শক্তিশালী, মন্তব্য করেছেন মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ)। (তাবারী ২২/৪৯৯, কুরতুবী ১৭/৮৫)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) এবং আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘সাদাকাহ ধনী ও সুস্থ-সবলের জন্য হারাম।’ (আবু দাউদ ২/২৮৬, নাসাঈ ৫/৯৯) এখানে **مَرَّةً** শব্দ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

فَاسْتَوَى ‘সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল।’ হাসান (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে জিবরাঈল (আঃ)। (তাবারী ২২/৫০১) এরপর মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى তখন সে উর্ধ্ব দিগন্তে ছিল। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, যেখান হতে সকাল হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, যেখান থেকে সূর্য উদিত হয়। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যে জায়গা থেকে দিনের শুরু হয়। (তাবারী ১৭/৮৮) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বলেছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা‘আলা যতবার চেয়েছেন ততবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে (আঃ) তাঁর সঠিক আকৃতিতে দেখেছিলেন। তাঁর ছয়শ’টি পালক ছিল। এক একটি পালক বা ডানা এমনই ছিল যে, আকাশের প্রান্তকে পূর্ণ করে ফেলছিল। ওগুলি হতে এত পান্না ও মণি-মুক্তা বারে পড়ছিল যে, তার হিসাব একমাত্র আল্লাহই জানেন।’ (আহমাদ ১/৩৯৫, ৪১২)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে (আঃ) তাঁর আসল আকৃতিতে দেখার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানান। তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে বলেন : ‘আপনি এ জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করুন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রার্থনা করলে দেখতে পান যে, কি একটা জিনিস পূর্ব দিক হতে উঁচু হয়ে উঠছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে। ওটা দেখার সাথে সাথে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

তৎক্ষণাৎ জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে দেন এবং তাঁর মুখের লালা মুছিয়ে দেন। (আহমাদ ১/৩২২)

‘দুই ধনুকের চেয়েও কম/বেশি দূরত্ব’ বলার ভাবার্থ

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ‘অতঃপর সে (জিবরাঈল আঃ) তার (মুহাম্মাদ সং -এর) নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী, ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে : যখন ধনুকের শরকে সর্বোচ্চ বৃদ্ধি করা হয় এমন দুই ধনুক দূরত্ব। (তাবারী ২২/৫০৩, আবদুর রায়যাক ৩/২৫০) যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً

বরং ওর চেয়েও কঠিনতর হল। (সূরা বাকারাহ, ২ : ৭৪) অর্থাৎ তাদের হৃদয় পাথর হতে কম শক্ত কোন অবস্থায়ই নয়, বরং শক্তিতে পাথরের চেয়েও বেশী। অন্যত্র আছে :

أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

তাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে তদ্রূপ মানুষকে ভয় করতে লাগলো, বরং তদপেক্ষাও অধিক। (সূরা নিসা, ৪ : ৭৭) অন্য এক জায়গায় রয়েছে :

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ

তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ১৪৭) অর্থাৎ তারা এক লক্ষের চেয়ে কমতো ছিলই না, বরং প্রকৃতপক্ষে ওর চেয়ে বেশীই ছিল। সুতরাং او এখানে খবরের সত্যতা প্রকাশের জন্য এসেছে, সন্দেহ প্রকাশের জন্য নয়। আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে খবর সন্দেহের সাথে বর্ণিত হতেই পারেনা। এই নিকটে আগমনকারী ছিলেন জিবরাঈল (আঃ), যেমন উম্মুল মু‘মিনীন আয়িশা (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ), আবু যার (রাঃ) এবং আবু হুরাইরাহ (রাঃ) উক্তি করেছেন। এই অনুচ্ছেদের হাদীসগুলিও আমরা ইনশাআল্লাহ অতি সত্বরই আনয়ন করছি।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) **فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ** এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমি জিবরাঈলকে (আঃ) দেখেছিলাম, তাঁর ছয়শ’টি পাখা ছিল।’ (তাবারী ২২/৫০৩)

তালক ইব্ন গান্নাম (রহঃ) বলেন যে, যায়িদাহ (রহঃ) বলেন, আশ শাইবানী (রহঃ) বলেছেন : আমি যিরকে (রহঃ) **فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. فَأَوْحَىٰ**

إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে (আঃ) দেখেছেন, তার ছয়শ’টি ডানা রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৪৭৬) মহান আল্লাহ বলেন :

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ‘তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা অহী করার তা অহী করলেন।’ এর ভাবার্থ এই যে, জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অহী নাযিল করলেন। অথবা ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দার কাছে জিবরাঈলের (আঃ) মাধ্যমে অহী নাযিল করলেন। উভয় অর্থই সঠিক।

সাদ্দ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, ঐ সময়ের অহী ছিল আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তিগুলি :

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا

তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি? (সূরা দুহা, ৯৩ :৬) এবং

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি। (সূরা আলাম নাশরাহ, ৯৪ : ৪) অর্থাৎ ‘তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি?’ এবং ‘আর আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।’ (কুরতুবী ১৭/৫২) অন্য কেহ বলেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা ঐ সময় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অহী করেন : ‘নাবীগণকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবেনা যে পর্যন্ত না তুমি তাতে প্রবেশ কর এবং অন্য উম্মাদেরকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবেনা যে পর্যন্ত না তোমার উম্মাত তাতে প্রবেশ করে।’

রাসূল (সাঃ) কি মি'রাজের রাতে আল্লাহকে দেখেছিলেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **أَفْتَمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا . مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ**

يَرَىٰ সে যা দেখেছে তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি। সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সংগে বিতর্ক করবে? এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিবরাঈলকে (আঃ) দ্বিতীয়বার দেখার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা মি'রাজের রাত্রির ঘটনা। মি'রাজের হাদীসগুলি বিস্তারিতভাবে সূরা বানী ইসরাঈলের প্রথম আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে ওগুলির পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই।

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে তাঁর অন্তরে দু'বার দেখেছেন। (মুসলিম ১/১৫৮) সিমাকও (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করে করেছেন। (তাবারী ২২/৫০৭) এ ছাড়া আবু সালিহ (রহঃ), সুদী (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে তাঁর অন্তরে দু'বার দেখেছেন। (তাবারী ২২/৫০৮)

বর্ণিত আছে যে, মাসরুক (রহঃ) আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন : 'হে উম্মুল মু'মিনীন! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তাঁর মহিমান্বিত রাক্বকে দেখেছেন?' উত্তরে আয়িশা (রাঃ) বলেন : সুবহানাল্লাহ! তোমার কথা শুনে আমার শরীরের লোম খাড়া হয়ে গেছে। আমি বললাম : তাহলে **لَقَدْ رَأَىٰ**

مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ এ আয়াতের কি অর্থ করবেন? তিনি বললেন : তুমি কোথায় রয়েছ? জেনে রেখ যে, এই তিনটি কথা যে তোমাকে বলে সে মিথ্যা কথা বলে : (১) যে তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাক্বকে দেখেছেন সে মিথ্যা কথা বলে (২) যে বলে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহীর কোন অংশ গোপন করেছেন সে মিথ্যা বলেছে এবং (৩) যে বলে যে, তিনি ঐ পাঁচটি বিষয় জানতেন যা একমাত্র আল্লাহ জানেন। অতঃপর তিনি পাঠ করেন :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে। কেহ জানেনা আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেহ জানেনা কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত। (সূরা লুকমান, ৩১ : ৩৪)

এরপর তিনি বললেন : ‘তবে হ্যাঁ, তিনি জিবরাঈলকে (আঃ) তাঁর আসল আকৃতিতে দু’বার দেখেছেন। একবার তিনি দেখেছেন সিদরাতুল মুনতাহায় এবং অন্যবার দেখেছেন মাক্কার ‘আযইয়াদ’ এ। যখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন তখন তার ছয়শ’ ডানা দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে ছিল।’ (তিরমিযী ৯/১৬৭)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন, আবু যার (রাঃ) বলেছেন : আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আল্লাহকে দেখেছেন? তিনি বললেন : আমি কিভাবে দেখব, তিনিতো নূর। (মুসলিম ১/১৬১) অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমি শুধু একটি আলো দেখতে পেয়েছি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ
সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট, যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান। এটা হল ঐ ঘটনা যখন জিবরাইলকে (আঃ) তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার দেখতে পেয়েছিলেন, যখন তিনি তাঁকে সাথে করে মি‘রাজে নিয়ে গিয়েছিলেন। মি‘রাজের ব্যাপারে ‘সূরা ইসরা’ এর প্রাথমিক আয়াতগুলির তাফসীরে আমরা বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করেছি। অতএব এখানে ওগুলির পুনঃবর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

ইমাম আহমাদ **عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ** সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন মাসউদ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বলেছেন : আমি জিবরাইলকে (আঃ) দেখেছি। তাঁর ছয়শ’তটি পাখা রয়েছে এবং পাখার পালক থেকে বিভিন্ন রংয়ের মুক্তা ও পদ্মরাগ ঝরে পড়ছিল। (আহমাদ ১/৪৬০) এ হাদীসটি উত্তম সনদে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকে অন্যত্র বর্ণনা করেছেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাইলকে (আঃ) তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছিলেন, যার ছয়শ’তটি ডানা ছিল এবং প্রতিটি ডানা দিগন্ত রেখাকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল। প্রতিটি ডানা থেকে এত পরিমাণ মূল্যবান

মনি-মুক্তা ঝড়ে পড়ছিল যার জ্ঞান আল্লাহ তা‘আলার রয়েছে। (আহমাদ ১/৩৫৫)
এ হাদীসটিও উত্তম সনদে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমি সিদরাতুল মুনতাহায় জিবরাইলকে (আঃ) ছয়শত ডানা সহ দেখতে পেয়েছি।

হাদীসটি বর্ণনাকারীদের একজন বলেন, আসীমকে (রহঃ) জিরবাঈলের (আঃ) ডানা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এর বিস্তারিত জবাব দিতে অস্বীকার করেন। অতঃপর তার সাথীদের কোন একজনকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : তার এক একটি ডানা যেন পূর্ব ও পশ্চিমকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল। (আহমাদ ১/৪০৭) এ হাদীসটির বর্ণনাধারাও উত্তম।

ইমাম আহমাদ (রহ) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকেই আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : জিবরাইল (আঃ) যখন আমার কাছে আসেন তখন তার ডানায় সবুজ রংয়ের মুক্তা ঝুলছিল। এ হাদীসের বর্ণনাধারাও উত্তম।

ইমাম আহমাদ (রহ) আমীর (রহ) থেকে বর্ণনা করেন : মাসরুফ (রহঃ) আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আল্লাহকে দেখেছেন? আয়িশা (রাঃ) বললেন : সুবহানাল্লাহ! এ কথা শুনে আমার শরীরের পশম খাড়া হয়ে গেছে। নিম্নের তিনটি বিষয়ের কোন একটি বিষয়েও যদি তোমাকে কেহ কিছু বলে তাহলে সে মিথ্যা বলেছে। যে বলবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে দেখেছেন তাহলে সে মিথ্যা বলেছে। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াত পাঠ করেন :

لَا تَذَرِكُهُ إِلَّا بَصَرُهُ وَهُوَ يُدْرِكُ إِلَّا بَصَرُ

কোন মানব-দৃষ্টি তাঁকে দেখতে পারেনা, অথচ তিনি সকল কিছুই দেখতে পান। (সূরা আন‘আম, ৬ : ১০৩)

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآيِ حِجَابٍ

মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন অহীর মাধ্যম ছাড়া, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতীত। (সূরা শূরা, ৪২ : ৫১)

অতঃপর তিনি বলেন, যে বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে, আগামীকাল কি হবে তাহলে সে মিথ্যা বলে। তিনি পাঠ করেন :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ

কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে। (সূরা লুকমান, ৩১ : ৩৪)

আয়িশা (রাঃ) অতঃপর বলেন : যে বলবে যে, আল্লাহ তা‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে সমস্ত আয়াত নাযিল করেছেন তার কিছু কিছু তিনি গোপন রেখেছেন, তাহলে সে মিথ্যা বলবে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন :

يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৬৭) এরপর তিনি বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইবার জিবরাঈলকে (আঃ) তার প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছেন। (আহমাদ ৬/৪৯)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, মাসরূক (রহঃ) আয়িশার (রাঃ) সামনে কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ করেন :

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

সেতো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে অবলোকন করেছে। (সূরা তাক্বীর, ৮১ : ২৩) তখন আয়িশা (রাঃ) বলেন, এই উম্মাতের মধ্যে সর্বপ্রথম এই আয়াতগুলি সম্পর্কে আমিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন : ‘এর দ্বারা আমার জিবরাঈলকে (আঃ) দর্শন বুঝানো হয়েছে।’ তিনি মাত্র দুইবার আল্লাহর এই বিশুদ্ধ মালাককে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছিলেন। একবার আকাশ হতে যমীনে অবতরণের সময় দেখেছিলেন যে, ঐ সময় আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সমস্ত ফাঁকা জায়গা তাঁর দেহে পূর্ণ ছিল।’ (আহমাদ ৬/২৪১, ফাতহুল বারী ৮/৪৭২, মুসলিম ১/৩৫৯)

আবু যার (রাঃ) বলেন : আমিতো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ প্রশ্ন করেছিলাম যে, তিনি কি আল্লাহকে দেখেছিলেন? তিনি জবাবে বলেছিলেন : তিনিতো নূর, সুতরাং কি করে আমি তাঁকে দেখতে পারি? (মুসলিম) আহমাদ (রহঃ) বলেন : ‘এই হাদীসের ব্যাখ্যা যে কি করব তা আমার বোধগম্য হয়না।’ অন্য বর্ণনায় রয়েছে : ‘আমি নূর দেখেছিলাম।’

মালাইকা, নূর ইত্যাদি দ্বারা সিদরাতুল মুনতাহা পরিপূর্ণ

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছেন যা সপ্তম আকাশে রয়েছে। যমীন হতে যে জিনিস উপরে উঠে যায় তা এখান পর্যন্ত উঠে। তারপর ওটাকে এখান হতে উঠিয়ে নেয়া হয়। অনুরূপভাবে যে জিনিস আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে অবতারিত হয় তা এখান পর্যন্তই পৌঁছে। তারপর এখান হতে ওটাকে নামিয়ে নেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى যখন বৃক্ষটি, যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত। তিনি বলেন : ঐ সময় ঐ গাছের উপর সোনার ফড়িং পরিপূর্ণ হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এখান হতে তিনটি জিনিস দান করা হয়। (এক) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, (দুই) সূরা বাকারাহর শেষের আয়াতগুলি (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৮৪-২৮৬) এবং (তিন) তাঁর উম্মাতের মধ্যে যারা শির্ক করেনা তাদের পাপরাশি ক্ষমাকরণ। (আহমাদ ১/৪২২, মুসলিম ১/১৫৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তার ডান-বাম কোন দিকে তাকাননি। (তাবারী ২২/৫২১) وَمَا طَغَى তাঁকে যা বলা হয়েছিল তার অতিরিক্ত তিনি কিছুই করেননি। এই আয়াত থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি উত্তম গুণ প্রকাশ পাচ্ছে যে, তিনি ছিলেন আল্লাহর অতি অনুগত। ফলে তাঁকে যা বলা হয়েছিল তিনি শুধু তাই'ই করেছেন এবং তাঁকে আদেশ করার বাইরে নিজ থেকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করেননি। মহান আল্লাহ বলেন :

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى সেতো তার রবের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى

এটা এ জন্য যে, আমি তোমাকে দেখাব আমার মহা নিদর্শনগুলির কিছু। (সূরা তা-হা, ২০ : ২৩) এগুলি আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা ও মহান শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। এ আয়াত দু'টিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় চক্ষু দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার দীদার লাভ করেননি। কেননা মহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার বড় বড় নিদর্শনগুলি দেখেছেন। যদি তিনি স্বয়ং আল্লাহকে দেখতেন তাহলে ঐ দর্শনেরই উল্লেখ করা হত। আর লোকদের উপর ওটা প্রকাশ করে দেয়া হত।

১৯। তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাভ ও উষ্মা সম্বন্ধে?	১৯. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَّ وَالْعُزَّىٰ
২০। এবং তৃতীয় আরেকটি ‘মানাত’ সম্বন্ধে?	২০. وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةِ الْآخَرَىٰ
২১। তাহলে কি পুত্র-সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য?	২১. أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْآثْنَىٰ
২২। এই প্রকার বন্টনতো অসঙ্গত।	২২. تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ
২৩। এগুলির কতক নামমাত্র যা তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা ও তোমরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি। তারাতো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের রবের পথনির্দেশ এসেছে।	২৩. إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَّتُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الْظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ
২৪। মানুষ যা চায় তাই কি সে পায়?	২৪. أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ
২৫। বস্তুতঃ ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই।	২৫. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ

২৬। আকাশে কত মালাক/
ফেরেশতা রয়েছে, তাদের
কোন সুপারিশ ফলপ্রসু
হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে
ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট
তাকে অনুমতি না দেন।

۲۶. وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ
لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِّنْ
بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ
وَيَرْضَىٰ

লাত, উয্যা এবং মূর্তি পূজকদের প্রতি তিরস্কার

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতগুলিতে মুশরিকদের ধমকের সুরে বলছেন যে, তারা মূর্তি/প্রতিমাগুলোকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং যেভাবে আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাঁর ঘর নির্মাণ করেছেন তেমনিভাবে তারা নিজেদের বাতিল মা'বুদগুলোর জন্য ইবাদাতখানা বানিয়েছে।

লাত ছিল একটি সাদা পাথর যা অংকিত ও নক্সাকৃত ছিল। ওর উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছিল। ওর উপর তারা গিলাফ উঠিয়েছিল। ওর জন্য তারা খাদেম, রক্ষক ও ঝাড়ুদার নিযুক্ত করেছিল। ওর আশে পাশের জায়গাগুলোকে তারা হারামের মত মর্যাদা সম্পন্ন মনে করত। এটা ছিল তায়েফবাসীদের মূর্তির ঘর বা মন্দির। সাকীফ গোত্র এর উপাসক ছিল। তারাই ছিল এর মুতাওয়াল্লী। কুরাইশ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত আরাব গোত্রের উপর তারা নিজেদের গৌরব প্রকাশ করত।

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ঐ লোকগুলো আল্লাহ শব্দ হতে লাত শব্দটি বানিয়ে নিয়েছে। তারা একে মহিলা রূপে আখ্যায়িত করেছিল। আল্লাহ তা'আলার সত্তা সমস্ত শরীক হতে পবিত্র।

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, ওকে لَات বলায় কারণ এই যে, জাহিলিয়াত আমলে ঐ নামে একজন সৎলোক ছিল। হাজ্জের মৌসুমে সে হাজীদেরকে পানির সাথে ছাতু মিশিয়ে পান করাতো। তার মৃত্যুর পর জনগণ তার কাবরের খিদমাত করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তার ইবাদাতের প্রচলন শুরু হয়। (তাবারী ২২/৫২৩) অন্যত্র ইব্ন আব্বাস (রাঃ) اللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ এর 'লাত' সম্পর্কে বলেন যে, সে

ছিল এক ব্যক্তি যে হাজীদের জন্য ছাতু গুলিয়ে বিতরণ করত। (ফাতহুল বারী ৮/৪৭৮) অনুরূপভাবে عَزِيْزُ শব্দটি عَزَى শব্দ হতে নেয়া হয়েছে। মাক্কা ও মাদীনার মধ্যস্থলে অবস্থিত ‘নাখলাহ’ নামক স্থানে একটি বৃক্ষ ছিল। কুরাইশরা ওর নাম দেয় উয্যা। (তাবারী ২২/৫২৩) ওর উপরও গম্বুজ নির্মিত ছিল। ওটাকেও চাদর দ্বারা আবৃত করা হত। কুরাইশরা ওর খুবই সম্মান করত। আবু সুফিয়ানও (রাঃ) উহূদের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন : ‘আমাদের উয্যা আছে এবং তোমাদের (মুসলিমদের) উয্যা নেই।’ এর জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে (রাঃ) বলতে বলেছিলেন : ‘আল্লাহ আমাদের মাওলা (মাওলানা) এবং তোমাদের কোন মাওলা নেই।’ (ফাতহুল বারী ৬/১৮৮)

মাক্কা ও মাদীনার মধ্যস্থলে কুদাইদ নামক স্থানের পাশে মুসাল্লাল নামক স্থানে মানাত মূর্তির অবস্থান ছিল। অজ্ঞতার যুগে খুযাআহ, আউস ও খায়রাজ গোত্র ওর খুব সম্মান করত। এখান হতে ইহরাম বেঁধে তারা কা‘বার হাজ্জের জন্য যেত। ইমাম বুখারী (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪৭৯) এ তিনটি মূর্তি ছাড়া আরও বহু মূর্তি ছিল আরাবের লোকেরা যেগুলোর পূজা করত। কিন্তু এই তিনটির খুব খ্যাতি ছিল বলে কুরআনে শুধু এই তিনটিরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

সীরাতে ইব্ন ইসহাকে রয়েছে যে, আবু তুফায়িল (রহঃ) বলেছেন : কুরাইশ ও বানু কিনানা গোত্র উয্যার পূজারী ছিল যা ছিল নাখলায়। ওর রক্ষক ও মুতাওয়াল্লী ছিল বানু শায়বান গোত্র। ওটা ছিল সালীম গোত্রের শাখা। বানু হাশিমের সাথে তাদের ভ্রাতৃত্ব ভাব ছিল। মাক্কা বিজয়ের পর এই মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে (রাঃ) নাখলায় প্রেরণ করেন যেখানে গাছের উপর উয্যার মূর্তি স্থাপন করা ছিল। খালিদ (রাঃ) ঐ গাছটিকে কেটে ফেলেন এবং ওর চারিপাশের স্থাপনাগুলি ভেঙ্গে ফেলেন। অতঃপর খালিদ (রাঃ) ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সংবাদ দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন : ‘তুমি কিছুই করনি। আবার যাও।’ তখন খালিদ (রাঃ) পুনরায় গেলেন। তথাকার রক্ষক ও খাদিমরা কৌশল অবলম্বন করল। তারা খুব চীৎকার করে ‘হে উয্যা! হে উয্যা!’ বলে ডাকছিল। খালিদ (রাঃ) তাদের কাছে গিয়ে দেখেন যে, একটি উলঙ্গ নারী রয়েছে, যার চুলগুলো এলোমেলো, আর সে তার মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করছে। খালিদ (রাঃ)

তরবারী দ্বারা তাকে হত্যা করেন। তারপর ফিরে গিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ খবর দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, ওটাই ছিল উয্যা। (নাসাঈ ৬/৪৭৪)

লাত ছিল সাকীফ গোত্রের মূর্তি। তারা ছিল তায়েফের অধিবাসী। ওর মুতাওয়াল্লী ও খাদেম ছিল বানু মু‘তাব। (ইব্ন হিশাম ১/৮৭) ওটাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে মুগীরা ইব্ন শু‘বা (রাঃ) ও আবু সুফিয়ান সাখর ইব্ন হারবকে (রাঃ) প্রেরণ করেন। তাঁরা ওটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে ওর স্থলে মাসজিদ নির্মাণ করেন।

মানাত ছিল আউস, খায়রাজ এবং তাদের ন্যায় মত পোষণকারী ইয়াসরিববাসী (মাদীনা) অন্যান্য লোকদের মূর্তি। ওটা মুসাল্লালের দিকে সমুদ্র তীরবর্তী কুদাইদ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। সেখানেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সুফিয়ান শাখর ইব্ন হারবকে (রাঃ) অথবা আলী ইব্ন আবী তালিবকে (রাঃ) ওটা ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে ওকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে ফেলেন।

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন : যুলখালাসা ছিল দাউস, খাশআম, বাজীলাহ এবং তাদের নিকটবর্তী তাবালায় যেসব আরাব বসবাস করত তাদের এবং অন্যান্য লোকদের মূর্তির উপাসনালয়। (ইব্ন হিশাম ১/৮৭) ঐ লোকগুলো ওটাকে দক্ষিণের কা‘বা বলত। আর মাক্কার কা‘বাকে তারা বলত উত্তরের কা‘বা। ওটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন বাযালীর (রাঃ) হাতে ধ্বংস হয়।

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, ফাল্‌স ছিল তাই গোত্র এবং তাদের আশেপাশে বসবাসকারী অন্যান্য আরাবীয়দের বুতখানা। ইব্ন হিশাম (রহঃ) বলেন, বিভিন্ন বিজ্ঞজন তাকে বলেছেন যে, ওটা সালমা ও আজ্জার মধ্যস্থিত তাই পাহাড়ে অবস্থিত ছিল। ওটাকে ভেঙ্গে ফেলার কাজে আলী ইব্ন আবী তালিব (রাঃ) আদিষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ওটাকে ভেঙ্গে ফেলেন এবং সেখান হতে দু’টি তরবারী সংগ্রহ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তরবারী দু’টি তাঁকেই দিয়ে দেন।

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) আরও বলেন : হিমাযের গোত্র এবং ইয়ামানবাসী সানআয় তাদের উপাসনালয় নির্মাণ করেছিল। ওটাকে ‘রাইয়াম’ বলা হত। কথিত আছে যে, ওর মধ্যে একটি কালো কুকুর ছিল এবং হিমায়রী গোত্রের

ধার্মিক লোকেরা, যারা তুব্বার সঙ্গে বের হয়েছিলেন, তারা ঐ কুকুরটিকে বের করে হত্যা করেন এবং ঐ বৃত্তখানাকে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলেন।

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, বানু রাবীআহ ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্ন যায়িদ মানাত ইব্ন তামীমের উপাসনালয়টির নাম ছিল রুযা। (ইব্ন হিশাম ১/৮৯) ওটা আল মুসতাওয়াগীর ইব্ন রাবীআহ ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইসলাম কবুল করার পর ভেঙ্গে ফেলেন। সিনদাদ নামক স্থানে ওয়াইল এর পুত্র বাকর ও তাগলিব গোত্রের এবং আয়াদ গোত্রের একটি দেবমন্দির ছিল যাকে যুলকা'বাত বলা হত।

যারা আল্লাহর প্রতিপক্ষ সৃষ্টি করে এবং মালাইকাকে কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করে তাদের প্রতি তিরস্কার

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : **أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى** 'তাহলে কি পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহর জন্য?' কেননা এই মুশরিকরা নিজেদের বাজে ধারণার বশবর্তী হয়ে মালাইকাকে আল্লাহর কন্যা বলত। (নাউয়ুবিল্লাহি মিন যালিক)।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন : তোমরা যদি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্টন করতে বস তখন যদি কেহকেও শুধু কন্যা দাও এবং কেহকেও শুধু পুত্র দাও তাহলে যাকে শুধু কন্যা দেয়া হবে সে কখনও এতে সম্মত হবেনা এবং এই প্রকার বন্টনকে অসঙ্গত বন্টন মনে করা হবে। অথচ তোমরা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করছ কন্যা সন্তান আর নিজেদের জন্য সাব্যস্ত করছ পুত্র সন্তান! এই প্রকার বন্টনতো খুবই অন্যায় ও অসঙ্গত!

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ** এগুলো কতক নাম মাত্র যা তোমাদের পূর্বপুরুষরা ও তোমরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের উপর ভাল ধারণা পোষণ করে তারা যা করত তাই করছে মাত্র। অথচ তাদের নিকট তাদের রবের পথ-নির্দেশ এসে গেছে। এতদসত্ত্বেও তারা তাদের পূর্বপুরুষদের ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করছেন। এটা চরম পরিতাপের বিষয়ই বটে।

কেহ ইচ্ছা করলেই সং পথ প্রাপ্ত হবেনা

মহিমাম্বিত আল্লাহ এরপর বলেন : **أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى** মানুষ যা চায় তাই কি সে পায়? আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ

না তোমাদের বৃথা আশায় কাজ হবে, আর না আহলে কিতাবের বৃথা আশায়। (সূরা নিসা, ৪ : ১২৩) সে যদি বলে যে, সে সত্যের উপর রয়েছে, তাহলে সে কি বাস্তবিকই সত্যের উপর রয়েছে বলে প্রমাণিত হবে?

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যখন তোমাদের কেহ কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে তখন সে কিসের আকাঙ্ক্ষা করছে তা যেন চিন্তা করে। কারণ সে জানেনা যে, তার ঐ আকাঙ্ক্ষার কারণে তার জন্য কি লিখা হবে।’ (আহমাদ ২/৩৫৭) মহান আল্লাহ বলেন :

فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى বস্তুতঃ ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই। দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত ব্যবস্থাপনা তিনিই করে থাকেন। তিনিই রাজাধিরাজ এবং দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চান না তা হয়না।

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারও সুপারিশ করার অধিকার নেই

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي آكَاشَهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى আকাশে অসংখ্য মালাক/ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন :

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৫৫) অন্যত্র বলেন :

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ

যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ : ২৩) সুতরাং বড় বড় নৈকট্য লাভকারী মালাইকার যখন এই অবস্থা, তখন হে নির্বোধের দল! তোমাদের পূজনীয় এই মূর্তি এবং উপাসনাগুলো তোমাদের কি উপকার করতে পারে? তাদের উপাসনা করতে

আল্লাহ তা‘আলা নিষেধ করেছেন। এটা করেছেন তিনি তাঁর সমস্ত রাসুলের ভাষায় এবং তাঁর সমুদয় আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করার মাধ্যমে।

<p>২৭। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তারাই নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে মালাইকাকে।</p>	<p>۲۷. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُونَهُ الْمُؤْتَنَّى تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ</p>
<p>২৮। অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু অনুমানের অনুসরণ করে; সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নেই।</p>	<p>۲۸. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا</p>
<p>২৯। অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ তাকে উপেক্ষা করে চল; সেতো শুধু পার্থিব জীবন কামনা করে।</p>	<p>۲۹. فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا</p>
<p>৩০। তাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। তোমার রাব্বই ভাল জানেন কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত; তিনিই ভাল জানেন কে সৎপথ প্রাপ্ত।</p>	<p>۳۰. ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَهْتَدَىٰ</p>

মূর্তি পূজকদের মিথ্যা দাবী যে, মালাইকা আল্লাহর কন্যা

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের এই উক্তি খণ্ডন করছেন যে, আল্লাহর মালাইকা/ফেরেশতারা তাঁর কন্যা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ
سَتَكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ

তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা মালাইকাকে নারী গন্য করেছে। এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ১৯) আর এখানে মহান আল্লাহ বলেন : তারাই মালাইকাকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে।’ এটা তাদের অজ্ঞতারই ফল। এটা তাদের মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট শির্ক ছাড়া কিছুই নয়। এটা তাদের অনুমান মাত্র। আর সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নেই। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমরা অনুমান করা হতে বেঁচে থাক, কেননা ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথন।’ (ফাতহুল বারী ৫/৪৪১)

সৎ পথ থেকে বিচ্যুত লোকদের থেকে দূরে থাকার নির্দেশ

এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :
فَاعْرِضْ عَنْ مَّن تَوَلَّى هَٰذَا نَبِئًا! যে আমার স্মরণে বিমুখ তাকে তুমি উপেক্ষা করে চল। সেতো শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে। আর যে শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে তার পরিণাম কখনও ভাল হতে পারেনা। দু‘আ মাসূরায় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নলিখিত ভাষাও এসেছে :

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا

‘হে আল্লাহ! আপনি আমাদের দুনিয়ার জীবনকে কঠিন দুশ্চিন্তার বিষয় করবেননা এবং আমাদের জ্ঞানের উদ্দেশ্যও শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্য সীমাবদ্ধ করবেননা।’ (তিরমিযী ৯/৪৭৬)

এরপর মহামহিমাবিত্ত আল্লাহ বলেন :
اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى

হে নাবী! নিশ্চয়ই তোমার রাব্বই ভাল জানেন

কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত এবং কে সৎপথ প্রাপ্ত। যাকে ইচ্ছা তিনি হিদায়াত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। সবকিছু তাঁরই ক্ষমতা, জ্ঞান ও নৈপুণ্যের দ্বারা হচ্ছে। তিনি ন্যায় বিচারক। স্বীয় শারীয়াতে এবং পরিমাপ নির্ধারণে তিনি কখনও অন্যায় ও যুল্ম করেননা।

৩১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার।

৩১. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَفُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى

৩২। যারা বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে, ছোট-খাট অপরাধ করলেও তোমার রবের ক্ষমা অপরিসীম; আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মৃত্তিকা হতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে দ্রুণরূপে অবস্থান কর। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করনা, তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাকী কে।

৩২. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

ছোট-বড় সব কিছু আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে, তিনি প্রত্যেকের কাজের প্রতিদান দিবেন

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনিই আসমান ও যমীনের মালিক। তিনি অভাবমুক্ত, প্রকৃত শাহানশাহ, ন্যায় বিচারক ও সকলের সৃষ্টিকর্তা। সত্য ও ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ তা‘আলাই বটে। তিনি প্রত্যেককেই তার আমলের প্রতিদান প্রদানকারী। সাওয়াবের জন্য ভাল প্রতিদান এবং পাপের কারণে মন্দ শাস্তি তিনিই প্রদান করবেন।

সং আমলকারীদের ছোট-খাট ত্রুটি আল্লাহ মুছে দিবেন

তাঁর নিকট সৎলোক তারাই যারা তাঁর হারামকৃত জিনিস ও অনৈতিক কাজ হতে, বড় বড় পাপ হতে এবং অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে দূরে থাকে। মানুষ হিসাবে তাদের দ্বারা কোন ছোট-খাটো পাপ হলেও আল্লাহ তা‘আলা তা ক্ষমা করে দেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُهَوِّنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ
مُدْخَلَ كَرِيمًا

তোমরা যদি সেই বড় বড় পাপসমূহ হতে বিরত হও যা তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলেই আমি তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করে দিব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবিষ্ট করাব। (সূরা নিসা, ৪ : ৩১) আর এখানেও আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, তিনি لَمْ বা মানবীয় ছোট-খাটো অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক لَمْ এর যে তাফসীর করা হয়েছে তার চেয়ে উত্তম তাফসীর আর কিছু হতে পারেনা, যা নিম্নের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা আদম-সন্তানের উপর তার যিনা বা ব্যভিচারের অংশ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যা সে অবশ্যই পাবে। চোখের যিনা হল দর্শন করা, মুখের যিনা হল কথা বলা, অন্তরের অনুরাগ, আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা জাগে, এখন লজ্জাস্থান ওকে সত্য করে দেখায় অথবা মিথ্যারূপে প্রদর্শন করে।’ (ফাতহুল বারী ১১/২৮, মুসলিম ৪/২০৪৬, আহমাদ ২/২৭৬)

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : ‘চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার হল তাকানো, ওষ্ঠদ্বয়ের যিনা হচ্ছে চুম্বন করা, হস্তদ্বয়ের ব্যভিচার জড়িয়ে ধরা এবং পদদ্বয়ের জেনা হল চলা, আর লজ্জাস্থান ওটাকে সত্য অথবা মিথ্যারূপে প্রকাশ করে। অর্থাৎ লজ্জাস্থানকে যদি সে বাধা দিতে না পারে এবং কুকাজ করেই বসে তাহলে সমস্ত অঙ্গেরই যিনা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি সে লজ্জাস্থান বা গুণ্ডাঙ্গকে সামলে নিতে পারে এবং কুকার্যে লিপ্ত না হয় তাহলে ঐগুলো সবই **لَمْ** এর অন্তর্ভুক্ত হবে।’ মাসরুক (রহঃ) এবং শা‘বীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২২/৫৩৭)

আবদুর রাহমান ইব্ন নাফী (রহঃ), যিনি ইব্ন লুবাবাহ আত তাইমী নামেও পরিচিত, তিনি বলেন : আবু হুরাইরাহকে (রাঃ) **لَمْ** সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : উহা হল চুম্বন করা, তাকানো ও জড়িয়ে ধরা। আর যখন গুণ্ডাস্থানগুলো মিলিত হয়ে যাবে তখন গোসল ওয়াজিব হবে এবং ব্যভিচার সাব্যস্ত হবে। (তাবারী ২২/৫৩৭)

নিজকে ক্রটিমুক্ত না ভাবতে এবং তাওবাহ করতে উৎসাহিত করণ

মহান আল্লাহ বলেন : **إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ** তোমার রবের ক্ষমা অপরিসীম। ওটা প্রত্যেক জিনিসকে ঘিরে নিয়েছে এবং সমস্ত পাপকে ওটা পরিবেষ্টনকারী। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

قُلْ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

বল : (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ - আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা; আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনিতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৩) মহান আল্লাহ বলেন :

হু **أَعْلَمُ بِكُمْ** **إِذْ أَنْشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ** আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। তিনি জানেন

তোমরা কি আচরণ করবে, কি বলবে এবং কোন্ ধরণের পাপে লিপ্ত থাকবে। তোমাদের পিতা আদমকে (আঃ) তিনি মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর পৃষ্ঠদেশ হতে তাঁর সন্তানদেরকে বের করেছেন, যারা পিঁপড়ার মত ছড়িয়ে পড়েছে। অতঃপর তিনি তাদেরকে দুই দলে বিভক্ত করেছেন, একদলকে জান্নাতের জন্য এবং অপর দলকে জাহান্নামের জন্য। অতঃপর বলা হচ্ছে :

وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَتٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ যখন তোমরা মাতৃগর্ভে জ্ঞানরূপে অবস্থান করছিলে অর্থাৎ ঐ সময় আল্লাহর নির্ধারিত মালাক তোমাদের জীবিকা, বয়স, আমল এবং সুখী কিংবা দুঃখী ইত্যাদি লিখে নেয়। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ অতএব তোমরা তোমাদের ব্যাপারে সাফাই গাইবেনা কিংবা আত্মপ্রশংসা করবেনা। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন :

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى তোমাদের মধ্যে মুত্তাকী কে, কার অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে তা আল্লাহ তা‘আলাই খুব ভাল জানেন।’ যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۖ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা স্বীয় পবিত্রতা প্রকাশ করে? বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন এবং তারা এক সূতা পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা। (সূরা নিসা, ৪ : ৪৯)

মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন ‘আতা (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘আমি আমার মেয়ের নাম বাররাহ রেখেছিলাম। তখন আমাকে যাইনাব বিন্ত আবি সালামাহ (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। স্বয়ং আমার নামও বাররাহ ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন : ‘তোমরা আত্মপ্রশংসা করনা, তোমাদের সৎ লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলাই সম্যক অবহিত।’ তখন সাহাবীগণ বললেন : ‘তাহলে এর নাম কি রাখতে হবে?’ উত্তরে তিনি বললেন : ‘তোমরা এর নাম যাইনাব রেখে দাও।’ (মুসলিম ৩/১৬৮৭)

আবদুর রাহমান ইব্ন আবু বাকরাহ (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে কোন এক লোকের খুব প্রশংসা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন : ‘তোমার অকল্যাণ হোক! তুমিতো তোমার সাথীর গলা কেটে দিলে?’ এ কথা তিনি কয়েকবার বললেন। অতঃপর তিনি বললেন, কারও প্রশংসা যদি করতেই হয়

তাহলে বলবে : ‘আমার ধারণা অমুক লোকটি এই রূপ। সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই আছে। আল্লাহর (ঘোষণার) পূর্বে আমি কখনই কারও সততার ব্যাপারে প্রশংসা করবনা।’ (আহমাদ ৫/৪১, ৪৬; ফাতহুল বারী ৫/৩২৪, ১০/৪৯১, ৫৬৭; মুসলিম ৪/২২৯৬, আবু দাউদ ৫/১৫৪, ইবন মাজাহ ২/১২৩২)

হাম্মাম ইবন হারিস (রহঃ) হতে বর্ণিত, এক লোক উসমানের (রাঃ) সামনে তাঁর প্রশংসা করে। তখন মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রাঃ) লোকটির মুখে বালি নিক্ষেপ করেন এবং বলেন : ‘আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন প্রশংসাকারীদের মুখে বালি নিক্ষেপ করি।’ (আহমাদ ৬/৫, মুসলিম ৪/২২৯৭, আবু দাউদ ৫/১৫৩)

৩৩। তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়;	৩৩. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى
৩৪। এবং দান করে সামান্যই, পরে বন্ধ করে দেয়?	৩৪. وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى
৩৫। তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে সে জানবে?	৩৫. أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى
৩৬। তাকে কি অবগত করা হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে,	৩৬. أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى
৩৭। এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব?	৩৭. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى
৩৮। ওটা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবেনা।	৩৮. أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
৩৯। আর এই যে, মানুষ তাই পায় যা সে করে,	৩৯. وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا

	مَا سَعَىٰ
৪০। আর এই যে, তার কাজ অচিরেই দেখানো হবে,	٤٠. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ
৪১। অতঃপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান।	٤١. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ

যারা আল্লাহর অবাধ্য এবং দান করা হতে বিরত থাকে তাদের প্রতি নিন্দাবাদ

যারা আল্লাহর আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা নিন্দা করছেন। তিনি বলেন :

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ. وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাত আদায় করেনি। বরং সে প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ৩১-৩২) এখানে আল্লাহ বলেন :

وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ

মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ বলেছেন। (তাবারী ২২/৫৪২) ইকরিমাহ (রহঃ) এবং সাঈদ (রহঃ) বলেছেন : এটা হল ঐ লোকদের উদাহরণ যারা একটি কূপ খনন করছিল। কূপটি যখন খনন করার শেষের পথে তখন একটি পাথর খনন কাজে বাঁধা সৃষ্টি করে। তখন তারা বলল : ‘আমরা আর খনন কাজে অগ্রসর হবনা’। অতঃপর তারা কাজটি ত্যাগ করে চলে গেল। মহান আল্লাহ বলেন :

أَعْنَدُهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ

অর্থাৎ সে কি জানতে পেরেছে যে, যদি সে আল্লাহর পথে খরচ করে তাহলে সে রিক্ত হস্ত হয়ে যাবে? আসলে তা নয়, বরং সে লোভ-লালসা, কার্পণ্য, স্বার্থপরতা এবং সংকীর্ণমনার কারণেই দান-খাইরাত করা হতে বিরত থাকছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেলালকে (রাঃ) সম্বোধন করে বলেন : ‘হে বেলাল! তুমি খরচ করে যাও এবং আরশের মালিকের নিকট হতে তুমি কমে যাওয়ার ভয় করনা।’ (তাবারানী ১০/১৯১) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিয়্যকদাতা। (সূরা সাবা, ৩৪ : ৩৯)

‘পরিপূর্ণ’ করার অর্থ

সাদ্দিদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং শাউরী (রহঃ) বলেন যে, وَفَى এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে যা হুকুম করা হয়েছিল তা তারা পূর্ণ রূপে পৌঁছে দিয়েছে। (তাবারী ২২/৫৪৪) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এই অর্থ করেছেন যে, যে হুকুম তিনি পেয়েছেন তা তিনি পূর্ণরূপে পালন করেছেন। (তাবারী ২২/৫৪৩) সঠিক কথা এই যে, অর্থ দু’টিই হবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

এবং যখন তোমার রাব্ব ইব্রাহীমকে কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন পরে সে তা পূর্ণ করেছিল; তিনি বলেছিলেন : নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মানবমন্ডলীর নেতা করব। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১২৪) অতএব ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর রবের আদেশ পুরাপুরি পালন করলেন, যে বিষয়ের প্রতি নিষেধ করা হল তা থেকে তিনি দূরে থাকলেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত বাণী যথাযথভাবে প্রচার করলেন। সুতরাং মানুষের কল্যাণের জন্য তিনিই হতে পারেন সর্বোত্তম অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (সূরা নাহল, ১৬ : ১২৩)

বিচার দিবসে কেহ কারও দায়ভার বহন করবেনা

এরপর মূসার (আঃ) কিতাবে এবং ইব্রাহীমের (আঃ) কিতাবে কি ছিল তার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে : أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবেনা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের জীবনের উপর যুলুম করেছে, যেমন শিরক ও কুফরী করেছে তার শাস্তি স্বয়ং তারই উপর আপতিত হবে। যেমন কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে :

وَأِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهِنَّ لَا يَحْمِلْنَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তাহলে তার কিছুই বহন করা হবেনা, নিকট আত্মীয় হলেও। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ১৮) অর্থাৎ যেমন তার উপর অন্যের বোঝা চাপানো হবেনা এবং অন্যের দুষ্কার্যের কারণে তাকে পাকড়াও করা হবেনা, অনুরূপভাবে অন্যের সাওয়াবও তার কোন উপকারে আসবেনা।

সহীহ হাদীসে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘মানুষ যখন মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমল (বন্ধ হয়না)। (এক) সৎ সন্তান, যে তার জন্য দু‘আ করে, (দুই) ঐ সাদাকা, যা তার মৃত্যুর পরেও জারী থাকে এবং (তিন) ঐ ইল্ম, যার দ্বারা উপকার লাভ করা হয়।’ (মুসলিম ৩/১২৫৫) এর ভাবার্থ এই যে, প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি জিনিসও স্বয়ং মৃত ব্যক্তিরই চেষ্টা ও আমল। অন্য কারও আমলের প্রতিদান তাকে দেয়া হয়না। যেমন হাদীসে এসেছে : মানুষের সবচেয়ে উত্তম খাদ্য ওটাই যা সে স্বহস্তে উপার্জন করেছে। আর মানুষের সন্তানও তারই উপার্জিত। (নাসাঈ ৭/২৪১) সুতরাং প্রমাণিত হল যে, যে সন্তান তার পিতার মৃত্যুর পর তার জন্য দু‘আ করে তাও প্রকৃতপক্ষে তারই আমল। অনুরূপভাবে সাদাকায়ে জারিয়াহ প্রভৃতিও তারই আমলের ফল এবং তারই ওয়াকফকৃত জিনিস। স্বয়ং কুরআন কারীমে ঘোষিত হচ্ছে :

إِنَّا نَحْنُ نَحْيُ الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ

আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে এবং যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ১২) এখন থাকল ঐ ইল্ম যা সে লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে রেখেছে এবং তার ইত্তিকালের পরেও জনগণ ওর উপর আমল করতে থাকে, ওটাও প্রকৃতপক্ষে তারই চেষ্টা ও আমল যা তার পরে বাকী রয়েছে এবং ওর সাওয়াব তার কাছে পৌঁছতে রয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে : ‘যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে এবং যত লোক তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে হিদায়াতের অনুসারী হয়, তাদের সবারই কাজের প্রতিদান তাকে প্রদান করা হয়, আর তাদের সাওয়াবের কিছুই কম করা হয়না।’ (মুসলিম ৪/২০৬০) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

‘وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ’ আর তার কর্ম অচিরেই দেখানো হবে।’ অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন তাকে তার কর্ম দেখানো হবে। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَىٰ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

হে নাবী! তুমি বলে দাও : তোমরা কাজ করতে থাক, অনন্তর তোমাদের কার্যকে অচিরেই দেখে নিবেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ; আর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে এমন এক সত্তার নিকট যিনি হচ্ছেন সকল অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃতকর্ম জানিয়ে দিবেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১০৫) অনুরূপভাবে এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ অতঃপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান। উত্তম কাজের উত্তম প্রতিদান এবং মন্দ কাজের মন্দ প্রতিদান!

৪২। আর এই যে, সব কিছুর সমাপ্তিতে তোমার রবের নিকট।	৪২. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ
৪৩। আর এই যে, তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান।	৪৩. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ
৪৪। এবং এই যে, তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান,	৪৪. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا
৪৫। আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী -	৪৫. وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ
৪৬। শুক্র বিন্দু হতে যখন তা স্থলিত হয়;	৪৬. مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

৪৭। আর এই যে, পুনরুত্থান ঘটানোর দায়িত্ব তাঁরই।	৫৭. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ
৪৮। আর এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন।	৫৮. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ
৪৯। আর এই যে, তিনি 'শি'রা' নক্ষত্রের মালিক।	৫৯. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعَرَىٰ
৫০। এবং এই যে, তিনিই প্রথম 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন।	৬০. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ
৫১। এবং হামুদ সম্প্রদায়কেও, কেহকেও তিনি বাকী রাখেননি।	৬১. وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ
৫২। আর এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও; তারা ছিল অতিশয় যালিম ও অবাধ্য।	৬২. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ
৫৩। উৎপাটিত আবাস ভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন।	৬৩. وَالْمُوتَفِكَةَ أَهْوَىٰ
৫৪। ওকে আচ্ছন্ন করল কি সর্বগ্রাসী শাস্তি!	৬৪. فَغَشَّيْهَا مَا غَشَّىٰ
৫৫। তুমি তোমার রবের কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে?	৬৫. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ

আল্লাহ তা'আলার কিছু বৈশিষ্ট্য

ঘোষিত হচ্ছে যে, সবশেষ প্রত্যাবর্তন স্থল আল্লাহর নিকট। কিয়ামাতের দিন
সবাইকেই তাঁরই সামনে হাযির হতে হবে। আমীর ইব্ন মাইমুন আল আউফী

(রহঃ) বলেন, মুআয (রাঃ) বানু আওদ গোত্রের প্রতি ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন :
'হে বানু আওদ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দূতরূপে
তোমাদের নিকট আগমন করেছি। তোমরা সবাই জেনে রেখ যে, তোমাদের
সবাইকেই আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তোমাদেরকে
জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে অথবা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (হাকিম ১/৮৩)
মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান। অর্থাৎ হাসি-কান্নার
মূল ও কারণ তিনিই সৃষ্টি করেছেন, যা সম্পূর্ণরূপে পৃথক পৃথক। 'তিনিই মারেন,
তিনিই বাঁচান।' যেমন তিনি বলেন :

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ

যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন। (সূরা মূলক, ৬৭ : ২) ঘোষিত হচ্ছে :
وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى তিনিই শুক্রবিন্দু
হতে সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী যখন তা স্থলিত হয়। যেমন আল্লাহ
তা'আলার উক্তি :

أَتَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ امْرَأَةٍ. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً
فَخَلَقَ فَسَوَّى. فَجَعَلَ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ
تُحْيِيَ الْمَوْتَى.

মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্থলিত
শুক্রবিন্দু ছিলনা? অতঃপর সে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে
আকৃতি দান করেন ও সূঠাম করেন। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল
নর ও নারী। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন? (সূরা
কিয়ামাহ, ৭৫ : ৩৬-৪০) মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَنْ عَلَيْهِ النَّشْأَةُ الْآخَرَى পুনরুত্থান ঘটানোর দায়িত্ব তাঁরই। অর্থাৎ যেমন
তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তেমনই মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করার দায়িত্ব
তাঁরই। وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন।
ধন-সম্পদ তাঁরই অধিকারে রয়েছে যা তাঁর কাছে পুঁজি হিসাবে থাকে। তিনি তা

থেকে যাকে যতটুকু দান করেন সে তা নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারে। আবু সালিহ (রহঃ), ইব্ন জারীর (রহঃ) প্রমুখ তাফসীরকারক এরূপ উক্তি করেছেন। (তাবারী ২২/৫৪৮, ৫৪৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) হতে ভাবার্থ করা হয়েছে : তিনি সম্পদ দিয়েছেন ও গোলাম দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى আর এই যে, তিনি ‘শি’রা’ নক্ষত্রের মালিক। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেছেন যে, شَعْرَى ‘শি’রা’ ঐ উজ্জ্বল তারকার নাম যাকে ‘মিরযামুল জাওয়া’ও বলা হয়। আরাবের একটি দল ওর ইবাদাত করত। (তাবারী ২২/৫৫১)

আ‘দে উলা অর্থাৎ হৃদের (আঃ) কাওম, যাকে ‘আদ ইব্ন ইরাম ইব্ন সাম ইব্ন নূহ (আঃ) বলা হত। এই কাওমকে আল্লাহ তা‘আলা ঔদ্ধত্যের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ. آلَتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبَلَدِ

তুমি কি দেখনি তোমার রাব্ব কি করেছিলেন ‘আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি, যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের? যার সমতুল্য অন্য কোন নগর নির্মিত হয়নি? (সূরা ফাজর, ৮৯ : ৬-৮) এই সম্প্রদায়টি অত্যন্ত শক্তিশালী, বদ মেজাজী ও হিংস্র ছিল এবং সাথে সাথে তারা ছিল আল্লাহ তা‘আলার চরম অবাধ্য ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরম বিরোধী।

بَرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا

তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা, যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ৬-৭) অনুরূপভাবে ছামূদ সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করে দেন এবং তাদের কেহকেও তিনি বাদ রাখেননি। তাদের পূর্বে নূহের (আঃ) সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করেছেন, তারা ছিল অতিশয় যালিম ও অবাধ্য। আর উৎপাটিত আবাস ভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ করে সমস্ত পাপীকে ধ্বংস করেছিলেন। তাদেরকে যা দিয়ে ঢেকে ফেলার তা দিয়ে ঢেকে

ফেলে। অর্থাৎ পাথরসমূহ, যেগুলির বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হয় এবং অত্যন্ত মন্দ অবস্থায় তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ

তাদের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, এবং ভীতি প্রদর্শনের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট! (সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৭৩) এরপর মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى তাহলে হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে?

ইবন যুরাইয (রহঃ) বলেন যে, এটা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু সম্বোধনকে সাধারণ রাখাই বেশি যুক্তিযুক্ত। ইমাম ইবন জারীরও (রহঃ) সাধারণ রাখাকেই পছন্দ করেছেন।

৫৬। অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এই নাবীও এক সতর্ককারী;	৫৬. هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذْرِ الْأَوَّلَى
৫৭। কিয়ামাত আসন্ন,	৫৭. أَزِفَتِ الْأَازِفَةُ
৫৮। আল্লাহ ছাড়া কেহই এটা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়।	৫৮. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ
৫৯। তোমরা কি এই কথায় বিস্ময় বোধ করছ!	৫৯. أَفَمِنَ هَذَا الْحَدِيثِ تَعَجَّبُونَ
৬০। এবং হাসি-ঠাট্টা করছ! ক্রন্দন করছনা?	৬০. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ
৬১। তোমরাতো উদাসীন,	৬১. وَأَنْتُمْ سَمِيدُونَ

৬২। অতএব আল্লাহকে
সাজদাহ কর এবং তাঁর
ইবাদাত কর। [সাজদাহ]

۶۲. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿۱﴾

সাজদাহ করা ও বিনয়ী হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : هَذَا نَذِيرٌ ইনি ভয় প্রদর্শক। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন ভয় প্রদর্শক। তাঁর রিসালাত পূর্ববর্তী রাসূলদের রিসালাতের মতই। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন :

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاٍ مِّنَ الرُّسُلِ

বল : আমি তো প্রথম রাসূল নই। (সূরা আহকাস, ৪৬ : ৯)

মহান আল্লাহ বলেন : أَرَأَيْتَ اللَّازِفَةَ কিয়ামাত আসন্ন। না এটাকে কেহ প্রতিরোধ করতে পারবে, না এর নির্ধারিত সময়ের অবগতি আল্লাহ ছাড়া আর কারও আছে। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া এটা সংঘটনের নির্দিষ্ট সময় কারও জানা নেই।

আরাবী ভাষায় نَذِيرٌ ওকে বলা হয়, যেমন একটি দল রয়েছে, যাদের মধ্যে একটি লোক কোন ভয়ের জিনিস দেখে দলের লোককে সতর্ক করে। অর্থাৎ ভয়ের খবর শুনিye দেয়। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

সেতো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র। (সূরা সাবা, ৩৪ : ৪৬)

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় গোত্রকে সম্বোধন করে বলেছিলেন : ‘আমি তোমাদেরকে প্রকাশ্যভাবে সতর্ককারী বা ভয় প্রদর্শনকারী।’ (ফাতহুল বারী ১১/৩২৩) অর্থাৎ যেমন কেহ কোন খারাপ জিনিস দেখতে পেয়ে ওটা তার কাওমের কাছে দৌড়ে গিয়ে সতর্ক করে এবং বলে : ‘দেখ, এই বিপদ খুব তাড়াতাড়িই আসছে, সুতরাং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর।’ যেমন এর পরবর্তী সূরায় রয়েছে :

أَفْتَرَبْتَ السَّاعَةَ

কিয়ামাত আসন্ন। (সূরা কামার, ৫৪ : ১)

সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'তোমরা ছোট ছোট পাপগুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হতে বেঁচে থাক। ছোট ছোট পাপগুলোর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন একটি দল কোন পাহাড়ের পাদদেশে বসতী স্থাপন করল। সবাই এদিক-ওদিক থেকে জ্বালানী কাঠ নিয়ে এলো। অবশেষে একটা বড় স্তূপ হল যা দ্বারা অনেক খাদ্য রান্না করা যাবে। অনুরূপভাবে ছোট ছোট পাপ জমা হয়ে ওর সাথীকে ধ্বংস করবে।' (আহমাদ ৫/৩৩১)

এরপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের এ কাজের উপর ঘৃণা প্রকাশ করছেন যে, তারা কুরআন শ্রবণ করে বটে, কিন্তু তা হতে বিমুখ ও বেপরোয়া হয় এবং বিস্মিতভাবে ওর রাহমাতকে অস্বীকার করে, আর হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ-উপহাস করে। তাদের উচিত ছিল যে, মু'মিনদের মত ওটা শুনে কাঁদত এবং উপদেশ গ্রহণ করত। যেমন আল্লাহ মু'মিনদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন :

وَيَحْزَنُونَ لِالَّذِذْ قَانِ يَبْكَوْنَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

এবং কাঁদতে কাঁদতে তাদের আনন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এতে তাদের বিনয়ই বৃদ্ধি পায়। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ১০৯)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, : سَمَدٌ গানকে বলা হয়। এটা ইয়ামানী ভাষা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতেই : سَامِدُونَ এর অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেয়া বর্ণিত হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইকরিমাহ ও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (আবদুর রায্যাক ৩/২৫৫)

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন তাঁর রাসূলের অনুসরণ করার মাধ্যমে তাঁরই মত ইবাদাত করে, তারা যেন একাত্মবাদী ও অকপট হয়ে যায়। فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا অতএব আল্লাহকে সাজদাহ কর এবং তাঁর ইবাদাত কর।

আবু মা'মার (রহঃ) আবদুল ওয়ারিশ (রহঃ) হতে, তিনি আইউব (রহঃ) হতে, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, সূরা নাজমের সাজদাহর স্থলে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাজদাহ করেন এবং তাঁর সাথে মুসলিম, মুশরিক এবং দানব ও মানব সবাই সাজদাহ করে। (ফাতহুল বারী ৮/৪৮০)

মুত্তালিব ইব্ন আবী ওয়াদাআহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কায় সূরা নাজম পাঠ করেন। অতঃপর তিনি সাজদাহ করেন এবং ঐ সময় তাঁর কাছে যারা ছিল তারা সবাই সাজদাহ করে। বর্ণনাকারী মুত্তালিব (রাঃ) বলেন : ‘আমি তখন আমার মাথা উঠালাম এবং সাজদাহ করলামনা।’ তখন পর্যন্ত মুত্তালিব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু এর পরপরই তিনি মুসলিম হয়ে যান। এরপরে যে কেহই এই সূরাটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন এবং তিনি যদি তা শুনতেন তখন তিনিও তার সাথে সাজদাহ করতেন। (আহমাদ ৬/৩৯৯, নাসাঈ ২/১৬০)

সূরা নাজম -এর তাফসীর সমাপ্ত।